6

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...২৬ OCT 1995...
পৃষ্ঠা ৩ · কলাম ২

দুর্নীতির মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ দান

প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে যশোর বোর্ডের নির্দেশ

ভোলা সংবাদদাতা ॥ ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবৈধভাবে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচিত করার কারণে দুর্নীতি পরায়ণ প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয়সমূহের সভাপতিগণের নিকট চলতি মাসের পাঁচ তারিখ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ভোলা সদর থানায় ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতিগণ এই পত্র পাইয়াছেন। বিদ্যালয়ের সভাপতিগণের নামে এই পত্র প্রেরণ করায় জেলায় মোট কতটি বিদ্যালয়ে এই পত্র আসিয়াছে জেলা শিক্ষা অফিসার তাহা বলিতে পারে না। তবে যশোর বোর্ডের অধীন মোট ৩৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই পত্র পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পত্রে বলা হইয়াছে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়মনীতি লংঘন করিয়া ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের (বিদ্যালয় ভেদে বিভিন্ন সংখ্যা) অবৈধভাবে তাহার বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিতে নির্বাচিত করেন। এই সমস্ত পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী ছিল না। অবৈধভাবে তাহাদের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাহাদিগকে ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেন।

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

(৩য় পৃঃ পর)

পরবর্তীতে তাহাদের আবেদন ফরম। নিবন্ধন ও অন্যান্য প্রামাণ্য কাগজ পত্র নিরীক্ষা করিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত ভাবে তাহাদের পরীক্ষায় নির্বাচিত করেন।

স্বাভাবিক ভাবে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে এই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল করিতে হয়। উক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কার্য গ্রহণ করিতে বোর্ডকে বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, এহেন দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতার মহান পেশায় থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। সুষ্ঠু বিদ্যালয় পরিচালনার প্রয়োজনে এবং জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

এমতাবস্থায়, অনতিবিলম্বে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক বোর্ডকে অবহিত করিতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। উক্ত বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কি ব্যবস্থা লওয়া হইল উহা ১৫-১০-৯৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

এ যাতীয় কঠিন ভাষায় লিখা পত্রের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিব্রতকর অবস্থায় পড়িয়াছে। কেননা ইতিপূর্বে সব সময়ই নাকি প্রধান শিক্ষকগণ বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজশে অ-ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করিয়া দিতো। কিন্তু ধরা পড়িয়াছে ১৯৯৫ সালে।

এখানে স্মরণ যোগ্য যে প্রধান শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের এহেন কারচুপি পূর্ণ কাজের জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন প্রায় ৭৫০০ ছাত্র ছাত্রী গত এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহা লইয়া দেশব্যাপী তুলকালাম কাণ্ড সংঘটিত হয়।